যুগান্তর

তারিখ ... 2 APR 2012 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

ফাইনাল পরীক্ষার আগে ১৫শ' শিক্ষার্থীকে বিভাগ পরিবর্তনের নির্দেশ

মুশতাক আহমদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের বলি হতে যাচ্ছে প্রায় ১৫শ' শিক্ষার্থী। এক বছরের বেশি সময় ধরে ওইসব শিক্ষার্থী ইংরেজি বিষয়ে অনার্স পড়ে আসছে। কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষার আগে হঠাৎ করে তাদের বিভাগ পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভুক্তভোগীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তকে 'তুঘলকি কর্মকাণ্ড' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঘলকি কাণ্ড

এসব শিক্ষার্থী ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে গত বছর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়। এরপর মার্চ মাস থেকে নিয়মিত ক্লাস করছে। ইংরেজি বিষয়ে অনার্স পড়ছেন। এ সময় তারা বিভিন্ন পরীক্ষা এমনকি টেস্ট পরীক্ষায় পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন। জুন মাসে তাদের ফাইনাল পরীক্ষা। এ পর্যায়ে এসে তাদের বিভাগ পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, গত বছরের ভর্তি পরীক্ষা ছিল ১০০ নম্বরের। এর মধ্যে পরীক্ষায় ইংরেজির প্রশ্ন ছিল ২৫ নম্বরের। শর্ত ছিল কোন শিক্ষার্থী ইংরেজিতে অনার্স পড়তে চাইলে তাকে ভর্তি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১২ নম্বর পেতে হবে। এছাড়া এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ইংরেজিতে কমপক্ষে বি-গ্রেড থাকতে হবে। এ দুটি শর্ত পূরণ করলেই কোন শিক্ষার্থী

নির্দেশ : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

নির্দেশ : বিভাগ পরিবর্তনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ইংরেজি বিষয়ে অনার্স করতে পারবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভুলের কারণে ভর্তি পরীক্ষায় ১২ পায়নি এমন প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থী ইংরেজির বিষয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত নম্বর প্রকাশ না করায় শিক্ষার্থীরাও জানতে পারেনি যে কে কত নম্বর পেয়েছে ইংরেজিতে। সূত্র জানায়, দীর্ঘ এক বছর পর রেজিস্ট্রেশন কার্ড করতে গিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়টি জানতে পারে। তখন বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠকে উত্থাপিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়, যারা শর্ত পূরণ না করেও ইংরেজিতে ভর্তি হয়েছিল তাদের ভর্তি বাতিল হবে ও অন্য বিভাগে পুনরায় ভর্তি হতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্নাতক পূর্ব অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন ড. মোবাশ্বেরা বানম। তিনি বলেন, যারা শর্ত পূরণ না করেও ইংরেজি পেয়েছিল তাদের এখন অন্য বিভাগে বদলি করা হবে। এক বছরেরও বেশি সময় পর এ সিদ্ধান্ত কেন নেয়া হল— জানতে চাইলে বলেন, এটা একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, কলেজগুলোকে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়া হবে।

শর্তানুযায়ী নম্বর না পেয়েও ইংরেজি পেয়েছে, এমন কলেজগুলোর মধ্যে রংপুর রোকেয়া কলেজে ৮৪ জন, ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ১৬ জন, বোরহান উদ্দিন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ৩ জন ও নারায়ণগঞ্জ সরকারি কলেজসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে।

এদিকে এক বছর পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের মেশারত দিতে যাওয়া শিক্ষার্থীরা গভীর হতাশায় ও উদ্বেগে পড়েছে। নিজ নিজ শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলে জানিয়েছেন তারা। ভুক্তভোগীরা জানান, বিভিন্ন কলেজে অনেক শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন কার্ড এসেছে আবার অনেকের আসেনি। ওইসব শিক্ষার্থীর টেস্ট পরীক্ষাও হয়েছে। গত বছরের মার্চ থেকে তাদের ক্লাস শুরু হয়। জুনে ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হবে। তাদের রেজিস্ট্রেশন না হওয়ায় নানা আশংকার মধ্যে রয়েছে তারা। সিদ্ধেশ্বরী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্র মো. আবদুল্লাহ বলেন, তারা এক বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজি পড়ছেন। তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড এখনও পাননি তারা। কি জন্য তা তারা জানেন না। তিনি বলেন, যাদের ইংরেজিতে ১২ নম্বর ছিল তাদের কার্ড এসেছে। তিনি বলেন, তারা এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। সামনে পরীক্ষা। এ অবস্থায় পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা করবেন না বিভাগ নিয়ে চিন্তা করবেন তারা। আরেক শিক্ষার্থী জানান, অনেকে বলছেন তাদের বিভাগ পরিবর্তন হতে পারে। এক বছরের বেশি সময় ধরে ইংরেজি পড়ার পর তারপর যদি বিভাগ পরিবর্তন হয় তাহলে তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়বে। বোরহানউদ্দিন কলেজের এক শিক্ষার্থী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ভুল করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তার দায়ভার তাদের ওপর পড়তে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তুঘলকি কাণ্ড-কারখানা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন, তিনি এইচএসসি পরীক্ষায় ইংরেজিতে বি-গ্রেড পেয়েছেন। তার ধারণা, ভর্তি পরীক্ষায়ও ১২ নম্বরের ওপরে পেয়েছেন তিনি। একই কলেজের আরেক ছাত্র বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের শিক্ষাজীবন নিয়ে খেলা শুরু করেছে। একই সময় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন। অনেকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড পেলে তিনি বা তারা কয়েকজন পাননি।

ভর্তি নিয়ে একই ধরনের তুঘলকি কাণ্ড এবারও চালাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। এবারও শর্ত পূরণ করে না, এমন বেশকিছু শিক্ষার্থীকে ইংরেজি বিভাগে ভর্তির জন্য মনোনয়ন করে। পরে তা আবার বাতিল করা হয়। এর বাইরে ভর্তি নিয়ে নানা জটিলতা তৈরি করা হয়েছে। যে কারণে তিন মাস কেবল ভর্তি কার্যক্রমই চলছে।